সমকাল

তারিখ 12 APR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষকতার বাইরে তিন বছরের বেশি নয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা একটানা তিন বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় থাকতে পারবেন না। তিন বছর পর তাদের শিক্ষকতায় ফিরতে হবে। টানা দুই বছর শিক্ষকতার পর আবার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাইলে পদায়ন নিতে পারবেন। এমন বিধান রেখে গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে পদায়নের নতুন নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নয়া নীতিমালা অনুযায়ী, সরকারি কলেজের শিক্ষকরা চাকরি জীবনে তিনবারে সর্বোচ্চ ছয় বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগ পাবেন না।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা

অভিযোগ রয়েছে, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা নানা প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ নিয়ে বছরের পর বছর বহাল থাকেন। কেউ কেউ পুরো চাকরি জীবনই পার করেন সরকারি দপ্তরে নথি নিষ্পত্তি করে। তাদের মূল কাজ শিক্ষকতা, অথচ তারা তা করতে চান না। এসব কর্মকর্তা দেশের দশটি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ঘুরেফিরে চাকরি করছেন। কখনও কদাচিৎ তাদের সরকারি কলেজে বদলি করা হলেও প্রভাব খাটিয়ে তারা সে আদেশ বাতিল করান।

নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় পদায়নের জন্য প্রতি বছরের এপ্রিল ও অক্টোবরে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আবেদন নেওয়া হবে। নির্ধারিত মাসের ১৫ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে ই-মেইলে আবেদন জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে দাখিলকৃত বা ই-মেইল বাদে অন্যভাবে দাখিল করা আবেদন বিবেচনায় নেওয়া হবে না। আবেদন পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ অনুবিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি তা যাচাই করবে। এ কমিটিতে কলেজ অনুবিভাগের উপসচিব সদস্য এবং সরকারি কলেজ-১ শাখার জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিকে শিক্ষকদের আবেদনপত্র জমার শেষ কর্মদিবসের ১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা করতে হবে। এর পর শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে চার সদস্যের আরেকটি কমিটি প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে উপযুক্তদের তালিকা তৈরি করবে। এর পর সেই তালিকা থেকে বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় শিক্ষকদের পদায়ন করা হবে। এ কমিটিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সচিব ও সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ বা প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য এবং উপসচিব (কলেজ) সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। নীতিমালা

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৫

শিক্ষকতার

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অনুযায়ী, কোনো কর্মকর্তাকে একটি দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থা এবং প্রকল্প থেকে অন্য কোনো দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় বদলি করা যাবে না। মধ্যবর্তী সময়ে তাকে কোনো কলেজে ন্যূনতম দু'বছর কাজ করতে হবে। একজন কর্মকর্তা সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ তিনবারে সর্বমোট ছয় বছরের বেশি দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় থাকতে পারবেন না। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো কারণে ওএসডি হিসেবে কর্মকালকে বিবেচনা করা হবে না। এতে আরও বলা হয়, নীতিমালায় যাই থাকুক না কেন, সরকার জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে কোনো কর্মকর্তাকে দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় পদায়ন করতে পারবে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর